# 'তত্ত্বাবধায়কের সময় সন্ত্রাসীরা বিশ্রামে যায়, সন্ত্রাসী হলে আমিও তাই করতাম'

**বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান**
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, লেখক, গবেষক, স্পষ্টভাষী; এরকম অনেকগুলো পরিচয় মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণ জানার জন্যে আমরা তাঁর কাছে হাজির হয়েছিলাম। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এব্যাপারে কথা বলতে প্রথমে রাজি হননি। তবে আলাপচারিতার ছলে কিছু কথা বলেছেন, এর মধ্য থেকে যেটুকু ছাপতে নিষেধ করেননি সেটুকুই ছাপা হলো। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার কিছুদিন আগে...

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল ও সাজেদুর রহমান**

**সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?**

**হাবিবুর রহমান :** শরীর ভালো আছে বলেই মনে হয়। আমার হার্টটা ভালো আছে। আমেরিকায় থাকা অবস্থায় দৌড়াতাম।

**২০০০ : আবার তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসছে। আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং লোকজন বলে সফলও ছিলেন। সে সময়ের অভিজ্ঞতা কিছু শেয়ার করবেন?**

**হাবিবুর রহমান :** কে বললো সফল ছিলাম। কতো গালমন্দ খেয়েছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। তার প্রথম কারণ হলো ... তার মান জিরো জিরো জিরো।

**২০০০ : আপনার ইঙ্গিত কঠিন মনে হচ্ছে। একটু সহজ করে বলবেন? কিন্তু আপনার কোরানের অনুবাদটা পড়েছি। সেটা কিন্তু বেশ সহজ।**

**হাবিবুর রহমান :** 'পাঠককে খটকা লাগানোই লেখকের কাজ', বলেছেন সমারসেট মম। তাকে একজন বলেছিলো, আপনার বই পড়তে ডিকশনারি লাগে না। সমারসেট মম বলেছিলেন, 'আমার লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা ওখানেই।' তো আমার কাছে তোমার কথাটা সে রকম।

তত্ত্বাবধায়ক বিষয়ে কথা বলতে চাই না। আপনাদের কাছে কী মনে হচ্ছে? দেশে ডেমোক্রেসি এল, স্যাকুলারিজম এল, সাম্যবাদ এল, এখন কেয়ারটেকার এল। কয়েক দিন আগে এক সেমিনারে এসব বলেছি। নতুন করে আর কিছু বলার নেই। আমি এসব বলে নিজেকে সমালোচনায় জড়াতে চাচ্ছি না।

**২০০০ : বিতর্ক উঠেছে প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা না হয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হবেন, এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।**

**হাবিবুর রহমান :** প্রধান বিচারপতি যিনি, তিনিও তো বিশিষ্ট ব্যক্তি।

**২০০০ : অনেকে মনে করছেন সাবেক প্রধান বিচারপতিদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার প্রভিশন থাকায় ওই পর্যায়ে দলীয়করণ করা হচ্ছে। এবং বিচারপতিদের মধ্যেও একধরনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে যা বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে? আপনার কী মনে হয়?**

**হাবিবুর রহমান :** আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। কী বলবো কী লিখবেন, সাংবাদিকদের অভ্যেস খারাপ। এ বিষয়ে কিছু লিখবেন না।

**২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আইনশৃঙ্খলা অপেক্ষাকৃত ভালো থাকে। এর কারণ কী হতে পারে?**

**হাবিবুর রহমান :** তত্ত্বাবধায়কের সময় সন্ত্রাসীরা বিশ্রামে যায়। আমি সন্ত্রাসী হলে আমিও তাই করতাম। সারা বছর তো একটানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালানো যায় না। আমার মনে হয় এই কারণে আইনশৃঙ্খলা ভালো থাকে। আসলে তত্ত্বাবধায়কের অল্প সময়টুকু তো নতুন, যে সরকার থাকে তাকে বুঝে উঠতে পারে না। অবস্থাদৃষ্টে তারা চুপ থাকে। এটাও একটা কারণ হতে পারে।

**২০০০ : আপনি এখন কী নিয়ে ব্যস্ত?**

**হাবিবুর রহমান :** সামনের বইমেলায় আমার ৮টি বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এই বইয়ের কাজই করছি। প্রুফ দেখছি। সংযোজন-বিয়োজন করছি।

**২০০০ : দৈনিক কতো ঘন্টা কাজ করেন?**

**হাবিবুর রহমান :** বইগুলো তো সন্তানের মতো। তারা এখন শিশু আছে। তাদের বেবিলাক খাওয়াচ্ছি। বড় করে তুলছি। এদের নিয়েই ব্যস্ত আছি। তাদের জন্য যতোটা সময় দরকার, ঠিক ততোটাই দিচ্ছি।

[বিচারপতি হাবিবুর রহমানের স্ত্রী জানালেন তার স্বামী অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে কাজ শুরু করেন। দুপুরে এক থেকে দেড় ঘন্টা এবং সন্ধ্যায় এক ঘন্টা বিশ্রাম নেন। বাইরে বের হলে বাকি সময়টা তিনি পড়ালেখা করে থাকেন।]

**২০০০ : আপনার সর্বশেষ রচনা কোনটি?**

**হাবিবুর রহমান :** 'আইন কোষ'

সম্পাদনা করলাম। আমার একার পক্ষে এই বিশাল কাজ করা সম্ভব হতো না। ড. আনিসুজ্জামন সাহেব সহায়তা করেছেন বলেই সম্ভব হয়েছে।

**২০০০ : শুনলাম এ উপমহাদেশে ‘আইন কোষ’ এটিই প্রথম। এমনকি ভারতেও মাতৃভাষায় আইন কোষ নেই।**

**হাবিবুর রহমান :** না ভারতে নেই। একটা কথা আছে, ‘যা নেই ভারতে তা নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে’। অর্থাৎ যা কিছু পৃথিবীতে আছে তার সবই ভারতে আছে। কিন্তু ভারতে আইন কোষ নেই। আমি ভারতের বাইরে থেকেই লিখেছি। বাংলায় আইনের জটিল শব্দের সরল অর্থ করা হয়েছে। আমরা এতে নতুন অনেক শব্দ সংযোজন করেছি। যেমন ‘প্রাইজ’ শব্দের অর্থ পুরস্কার। কিন্তু আইনে প্রাইজ শব্দের ভিন্ন অর্থ করে। যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদকে বোঝায়। আমরা এর সরল অর্থ করেছি যুদ্ধোত্তর সম্পদ। বইটি ব্রিটিশ আইনের কপিরাইট। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয়েছে। ‘জাগৃতি’ প্রকাশ করেছে। অনেকেই বলে, বাংলা ভাষায় নাকি আইনি লেখালেখি করা যায় না। আমরা করলাম। অবশ্য কষ্ট হয়েছে।

**২০০০ : আর কী নিয়ে স্টাডি করছেন?**

**হাবিবুর রহমান :** এগুলো ব্যক্তিগত কথা। এসব জিজ্ঞেস করবেন না।

**২০০০ : আপনি তো শুধু ব্যক্তি না। আপনি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা অংশ।**

**হাবিবুর রহমান :** আমি বড় কিছু হতে চাই না। আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম, ‘আমি তোমাদের জবাবদিহি দিতে রাজি না’। আপনাদের কাছে জবাবদিহিতার কী আছে?

**২০০০ : আপনার পাঠক হিসেবে তো আমরা আপনাকে জানতে চাই।**

**হাবিবুর রহমান :** পাঠকের কাছে লেখকের জবাবদিহিতার কী আছে?

**২০০০ : লেখক কেন লেখে? কাদের জন্য লেখক? পাঠক আছে বলেই তো একজন মানুষ লেখক হয়। তো অবশ্যই পাঠকের কাছে লেখকের জবাবদিহিতা থাকবে।**

**হাবিবুর রহমান :** কোনো কোনো লেখক তার নিজের জন্যও লেখে। এখনকার দুনিয়ায় ‘ননফিকশন’ নামে একটা কথা চালু আছে। সুতরাং এখন ননফিকশনের যুগ। কোনো গল্প নেই, ধুম-ধাড়াক্কা। তো আমিও তাই করছি!

**২০০০ : আপনি তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন, গবেষণা করেন, নতুন কোনো কাজে হাত দিচ্ছেন কি?**

**হাবিবুর রহমান :** যে ৮টি বইয়ের কথা বলেছিলাম সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত আছি। বইগুলোর নব্বই শতাংশ কাজ হয়ে গেছে। আগামী মাসের ২৬/২৭ তারিখের মধ্যে শেষ করতে চাই। এর পরে চীনে যাবো।

**২০০০ : কতো দিন থাকবেন?**

**হাবিবুর রহমান :** আগামী মাসে ইচ্ছা আছে। ওখানে কতো দিন থাকব ঠিক করিনি।


কোনো জাতিকে কেউ শাসন করতে পারে না, যদি তাদের অধিকারবোধ থাকে। সব দেশেই এই ব্যাপারটা আছে। তারা পরিশ্রম করে অর্জন করতে চায়। আর বাংলাদেশে? এখানে সবাই ফাঁকিবাজি করতে চায়। এ দেশে ফাঁকি দিয়ে করা সম্ভব। লেখা নেই, পড়া নেই, পাস করে দেয়ার জন্য সুপারিশ, সুপারিশ করে চাকরি জুটিয়ে দেয়া হয়। সব তো ফাঁকিবাজি দিয়ে চলেছে...


এখনো টিকিটই কাটিনি। তারপর আমেরিকায় যেতে পারি। আমার নাতি হয়েছে। নাতিকে জন্মের পর একবার দেখেছি। ওর মা তার চোখে কাজল দেয়নি। কপালে কালো বড় টিপ দেয়নি। পেটে তাবিজ নাই। আমি বললাম– কী, কী খবর? ওর মা বললো, এখন নাকি দিতে হয় না।

**২০০০ : বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার প্রত্যাশাটা কেমন?**

**হাবিবুর রহমান :** বাংলাদেশের অনেক সমস্যা আছে। একটা দেশ দুবার স্বাধীন হওয়া কম কথা না। সুতরাং সমস্যা থাকবে। সারা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ। চৌদ্দ কোটি মানুষের বাস। আমরা একটা ন্যায়পাল ঠিক করেছি। সেটাকেও বিতর্কিত করে ফেললাম। দেখেন না, কওমি মাদ্রাসাকে সমমান দিতে যাচ্ছে। আরে তোরা যদি এতোই ইসলামী মনোভাবের হবি ...। আমি এ বিষয়ে একটি দৈনিকে লিখেছি। কওমি মাদ্রাসার গোড়াতেই গলদ আছে। ওটাকে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। ... আমি বলেছি, ইসলামকে ভালোবাসলে লাফা। কবে ঘি খেয়েছে, আমাদের এসে ঘ্রাণ নিতে বলছে ...।

**২০০০ : আপনার কোরানের বঙ্গানুবাদ পড়ে মনে হয়েছে, পরিচিত ভাষায় বিষয়গুলো দেখছি।**

**হাবিবুর রহমান :** আমি ভাষান্তর করেছি, আরবি থেকে বাংলায় বিন্যস্ত করেছি। কিন্তু ইউরোপিয়ান ধারায়। বাংলা ভাষায় কোরান শরিফ তেমন ভালো ছিলো না। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহার করেছি। আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন– অধ্যায় অনুযায়ী। কোনটার পর কোন অধ্যায়। সেই অধ্যায়ে কী কী আছে। সম্পূর্ণ সূচি দেখলেই বুঝবেন।

**২০০০ : লেখালেখি কখন শুরু করেছিলেন?**

**হাবিবুর রহমান :** আমি ১৯৮৯ সালে যখন বিচারক হলাম, তখন থেকেই পত্রিকায় লেখা শুরু করলাম। প্রথম সম্মানী পেয়েছিলাম সাড়ে তিনশ টাকা।

**২০০০ : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকা অবস্থায় কী কী বাধা বা বিপত্তিতে পড়েছেন?**

**হাবিবুর রহমান :** আমি তো এসব কথা বলেছি। নতুন করে আর কী বলবো। পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। ওকাবের বক্তৃতায় আমি বলেছি। সেখানেও পাবেন।

**২০০০ : একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, নির্বাচনে যারা হারে তারা ‘সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে’ ‘স্থূল কারচুপি হয়েছে’ বলে অভিযোগ দেয় ...। এ অভিযোগটির বাস্তবতা আছে কি?**

**হাবিবুর রহমান :** আপনারা ফুটবল খেলা দেখেন না? একদল জেতে, অপর দল হারে। হেরে যাওয়া দল কতো কথা বলে। বাঙালি খুব খারাপ জাতি। অনেক দেশ এ দেশের মানুষকে ঢুকতে দেয় না। দেখেন না ভিসা দেয় না। দেশের ৩৫ বছর বয়স হলো, যার ১৫ বছর গেছে সামরিক শাসনের কবলে। কতো লম্বা লম্বা কথা শুনি। এই সামরিক বাহিনী, মুক্তিবাহিনী আমাদের একটা অধিকার আছে। অনেকে বলে, সংবাদপত্রে স্বাধীনতা দিয়েছি। সত্য কথা কেউ লেখে না। কোনো পত্রিকা সামরিক বাহিনীর বিষয়টি নিয়ে লেখেনি। আমাকে শাহাবুদ্দীন সাহেব বলেছেন, ‘এমন কড়া করে কথা বলছেন’। আমি বলেছি, আমার হারাবার কী আছে?

কোনো জাতিকে কেউ শাসন করতে পারে না, যদি তাদের অধিকারবোধ থাকে। সব দেশেই এই ব্যাপারটা আছে। তারা পরিশ্রম করে অর্জন করতে চায়। আর বাংলাদেশে? এখানে সবাই ফাঁকিবাজি করতে চায়। এ দেশে ফাঁকি দিয়ে করা সম্ভব। লেখা নেই, পড়া নেই, পাস করে দেয়ার জন্য সুপারিশ, সুপারিশ করে চাকরি জুটিয়ে দেয়া হয়। সব তো ফাঁকিবাজি দিয়ে চলেছে।

আমি ‘উদয়ের পথে’ লিখেছি। এবারে মাতৃভাষায় সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে লিখেছি। বেরুবে আগামী বইমেলায়।

**২০০০ : আমাদের রাজনীতিতে মূল সমস্যাটা কোথায়?**

**হাবিবুর রহমান :** আমি জানি না। আমি জানলে তো ভালোই হতো। আপনি বিয়ে করেছেন? দেখবেন বিয়ে করলে কতো বিষয় আপনার মাথায় রাখতে হচ্ছে। এরপর যদি পরকীয়া করেন, আরো কতো চিন্তা।